আন্তর্জাতিক নারী দিবসে

অধিকার এর বিবৃতি

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসঃ জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে 'আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ ঘোষনা করে। একই বছর বিশ্ব সংস্থাটি প্রথমবারের মতো ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে। এরপর থেকে এই দিনটি সারা বিশ্বে পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে মানবাধিকার ও নারী অধকিার সংগঠনগুলো ৮ই র্মাচ সারা বিশ্বের মতোই সমান উৎসাহের সঙ্গে পালন করে।

বাংলাদেশে নারীদের প্রতি বৈষম্য ও সহিংসতা চরমভাবে বিদ্যমান । অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল নারীরাই অধিক হারে বৈষম্য ও সহিংসতার শিকার হন । নারীর প্রতি সহিংসতার মধ্যে যৌতুক সংক্রান্ত সহিংসতা, ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা ও যৌন হয়রানী অন্যতম। ধর্ষণের ঘটনা আশংকাজনক হারে বেড়েই চলছে। *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারী ২০২৬ থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৫৮ জন নারী ও মেয়েশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

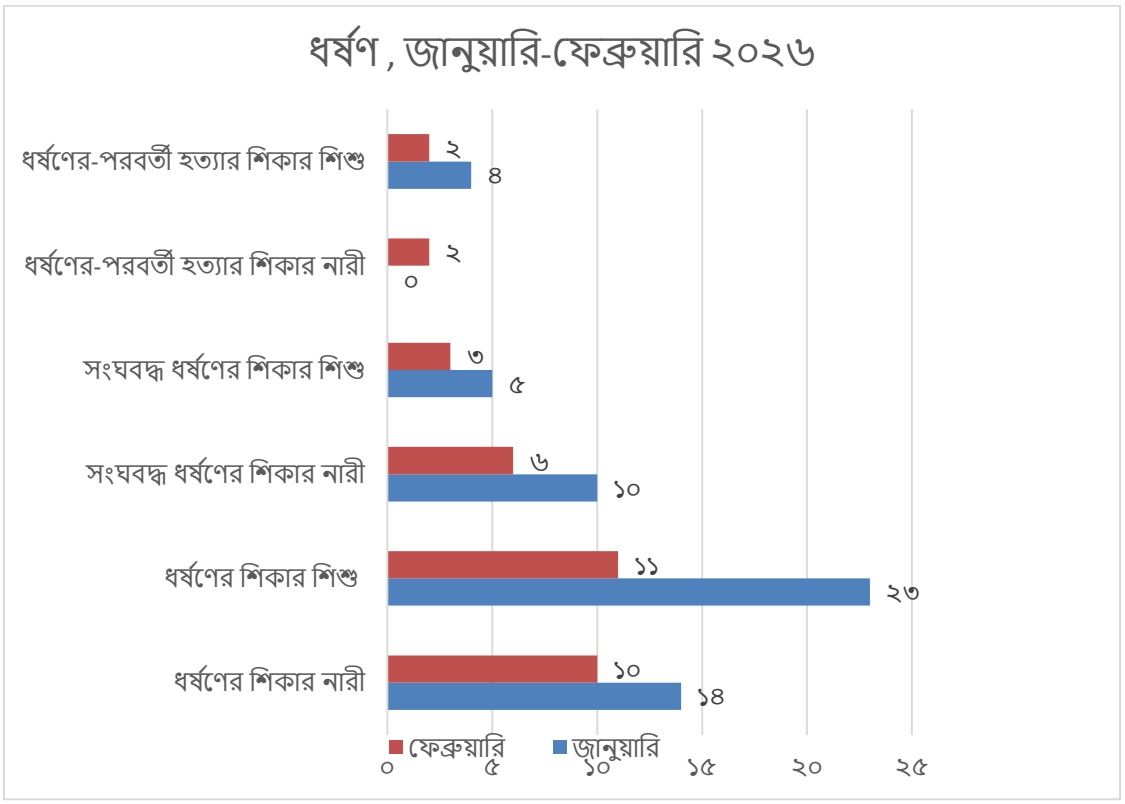

এদের মধ্যে ২৪ জন নারী ও ৩৪ জন মেয়েশিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ঐ ২৪ জন নারীর মধ্যে ১৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৪ জন মেয়েশিশুর মধ্যে ০৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ০৬ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

বাংলাদেশের নারীদের প্রতি সামাজিক বৈষম্য ও সহিংসতার মূলে রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক মন-মানসিকতা । বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেও নারীদের অধিকার সুরক্ষিত থাকছেনা। আইনের সঠিক বাস্তবায়ন না হওয়া, পুলিশ-প্রশাসনে দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপের ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারীদের ওপর সহিংসতাকারী অভিযুক্তদের শাস্তি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে অপরাধীরা শাস্তি না পাওয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়েই চলেছে। অথচ নারীর প্রতি সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রতিটি অপরাধীর শাস্তি পাওয়া খুবই জরুরী। এছাড়া সিডো এর ধারা ২-এর ওপর সংরক্ষণ প্রত্যাহার না হওয়ার কারণে আইনে বৈষম্য এখনো রয়ে গেছে।

অধিকার মনে করে যে সমাজের সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে এবং নারীদের নিরাপদ ও বাধাহীন চলাচল নিশ্চিত করতে এ ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক ও আইনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

অধিকার মনে করে যে সমাজের সব ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করতে এবং নারীদের নিরাপদ ও বাধাহীন চলাচল নিশ্চিত করতে এ ধরনের সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক ও আইনি প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে *অধিকার* এর সুপারিশ সমূহঃ

- নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে দেশে প্রচলিত আইনগুলোর যথাযথ প্রয়োগের ব্যাপারে সরকারকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে;
- ধর্ষণের ঘটনাগুলো অবশ্যই তদন্ত করতে হবে এবং ভুক্তভোগীকে কোনভাবেই কলঙ্কিত করা যাবে না। দায়ের করা মামলাগুলো রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রত্যাহার করা যাবে না।
- বিচার বিভাগকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে ও নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলোর দ্রুত বিচারের ব্যবস্থা করতে হবে;
- প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম, পাঠ্যবইসহ সর্বস্তরে দীর্ঘকালীন সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।